আজকের কাগজ

তারিখ 26 OCT 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

35

বাংলাদেশ থেকে শিক্ষিত তরুণীদের দক্ষিণ কোরিয়ায় পাচারের চাঞ্চল্যকর ঘটনা

❑ ৬ জন পাচার ❑ জিয়া বিমানবন্দরে ১৩ জন আটক ❑ ইমিগ্রেশন ইন্সপেক্টরকে ক্লোজ

আনিসুল হক গামা ঃ বাংলাদেশ থেকে দক্ষিণ কোরিয়ায় শিক্ষিত তরুণীদের পাচারের এক চাঞ্চল্যকর তথ্য জানা গেছে। দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউল-এর জেইল (JAEIL) কোম্পানিতে ভিডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি মেরামতের কাজে প্রশিক্ষণ দেয়ার নাম করে অসৎ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশী তরুণীদের পাচারের উদ্যোগ নেয়া হয়। প্রথম পর্যায়ে ৬ জন শিক্ষিত তরুণীকে ঢাকায় ইন্টারভিউ নিয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা দফতরের এ ব্যাপারে কোনো অনুমোদন ছিলো না। জেইল কোম্পানির মিস্টার সু নামক এক ব্যক্তি বাংলাদেশে এসে এসব তরুণীদের নির্বাচিত করেন। ঢাকার 'দৃষ্টিহীন উন্নয়ন সংঘ' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের একজন দৃষ্টিহীন ব্যক্তি ও অন্য একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অপর তিন ব্যক্তি মিঃ সুকে এ কাজে সাহায্য ও সহযোগিতা করে। একটি ট্রাভেল এজেন্সী এ কাজে অনিয়মিতভাবে টিকিট প্রদান করেছে।

এ বছরের প্রথম দিকে একটি দৈনিকে এসব তরুণীদের মোটা অংকের বেতনের বিনিময়ে কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে চাকরি দেয়া হবে মর্মে একটি বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। ৮/৪, ব্লক-সি, লালমাটিয়ায় অবস্থিত দৃষ্টিহীন উন্নয়ন সংঘে প্রায় ১০০ জন তরুণীর সাক্ষাৎকার নেয়া হয় এবং ৩০ জনকে নির্বাচিত করা হয়। সাক্ষাৎকারের পর দৃষ্টিহীন উন্নয়ন সংঘের একজন কর্মকর্তা জুয়েল আহমদ। (দৃষ্টিহীন) নির্বাচিত তরুণীদের জানায়, তাদেরকে উচ্চ ধরনের কারিগরি প্রশিক্ষণের জন্যে 'সিউল'-এ পাঠানো হবে। ট্রেনিং শেষে তারা ইচ্ছে করলে সিউলেও থাকতে পারে বা দেশেও ফিরে আসতে পারে। পাসপোর্ট, টিকিট ইত্যাদির জন্যে তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে আট হাজার টাকা করে সার্ভিস চার্জ নেয়া হয়। এ ব্যাপারে একটি শর্ত দেয়া হয় আর তা হলো পুরো বিষয়টি সম্পূর্ণ গোপন রাখতে হবে। গত মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে ৬ জন তরুণীকে অত্যন্ত গোপনে সিউলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। বাকিদের অপেক্ষা করতে এবং প্রতিদিন যোগাযোগ করতে বলা হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৩ জন তরুণীকে পাঠানোর সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়া হয়। বিমানবন্দর ইমিগ্রেশন যাত্রীদের তালিকায় এক সঙ্গে এতগুলো তরুণীর নাম দেখে সন্দেহ করে। প্রয়োজনীয় অনুমতি না থাকায় ইমিগ্রেশন ঐ ১৩ জন তরুণীকে বিমানে উঠতে বাধা দেয় ও তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে। জিজ্ঞাসাবাদকালে আটক তরুণীরা পুরো বিষয়টি ফাঁস করে দেয়।

যে সব তরুণীদের ইমিগ্রেশন বিভাগ আটক করে তারা হলো ঃ (১) রেহানা খানম ঝর্ণা, (২২) পিতা মোঃ রতন আলী খান, বানারীপাড়া, জেলা বরিশাল, পাসপোর্ট নং-এইচ ৬৮৫৩৫২ তাং ৪/৩/৯২। (২) শাহনাজ পারভীন (২৫), পিতা মোঃ আঃ সালাম, সাউথ কামারপাড়া, টঙ্গী, গাজীপুর, পাসপোর্ট নং এইচ-৬৮৩৬৭১, তাং ২/২/৯২। (৩) মেহেরুননেসা (১৭), পিতা শফিউদ্দিন হাওলাদার, বাবুগঞ্জ, বরিশাল পাসপোর্ট নং এইচ ৬৮৫৩৩৮, তাং ৪/৩/৯২। (৪) মেরী আসাংটা মার্মা, পিতা মোঃ হক, থানা চামারহাট, জেলা নওগাঁ, পাসপোর্ট নং এইচ ৬২৮২২১, তাং-২৯/১/৯২। (৫) শামসুন নাহার ঝর্না (২১), পিতা মোঃ মনসুর মাতব্বর বল্লবদী, মাদারীপুর, পাসপোর্ট নং এইচ ৬৮৫৩৫০, তাং- ৪/৩/৯২। (৬) সনিয়া ইয়াসমিন (২১), পিতা মৃত বশীর আহমদ, নীলগঞ্জ রোড, কিশোরগঞ্জ পাসপোর্ট নং এইচ ৬৮৫৩৩৯, তাং- ৪/৩/৯২। (৭) মাজেদা আহমদ মিলি (১৮), পিতা মৃত মেজবাহ উদ্দিন আহমদ, র‍্যাগা দাউদপুর, সিলেট, পাসপোর্ট নং এইচ ৬০২৩৮৩, তাং- ১৪/১/৯২। (৮) অনুভা সোমাদ্দার (২১), পিতা ডিউজিন সোমাদ্দার কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ, পাসপোর্ট নং এইচ ৬৮৫৩৪৯, তাং- ৪/৩/৯২। (৯) সেহেলী পারভীন (২১), পিতা মোঃ ফজলুল হক, চিনরা, বি-বাড়িয়া, পাসপোর্ট নং এইচ ৬৮৫৩৪০, তাং৪/৩/৯২। (১০) বেগম নুরুন নাহার (২৪), পিতা মোঃ আলী আজগর, মোল্লাপাড়া, মিরপুর, ঢাকা, পাসপোর্ট নং এইচ ৬৮৩৬৭০, তাং ২/২/৯২। (১১) মিস জাহানারা (২১), পিতা মৃত ফলি মৃধা, মাটাইসুর, লৌহজং, ঢাকা, পাসপোর্ট নং এইচ ৬৮৫৩৪৮, তাং ৪/৩/৯২। (১২) তিরণী সাংশ (২৫), পিতা মনীন্দ্র সুরং, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ পাসপোর্ট নং ৯০৯৭৯৩, তাং- ১৭/১/৯১। (১৩) খোন্দকার আরেশা আক্তার (২৬), পিতা খোন্দকার তফাজ্জল হোসেন, বান্দাবাড়ী কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ, পাসপোর্ট নং এইচ ৬৮৩৬৫০, তাং- ২/২/৯২।

বিমানবন্দর ইমিগ্রেশনে এ ব্যাপারে একটি জিডি করা হয়, যার নম্বর ৪৪০। আটক তরুণীদের ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদের পর একটি লিখিত জবানবন্দি গ্রহণ করে ছেড়ে দেয়া হয়। পরে তাদের পাসপোর্ট এবং টিকিটও ফেরত দেয়া হয়। ইমিগ্রেশন বিভাগ তদন্তকালে দেখতে পান, যথাযথ অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও ৬ জন তরুণী ইতিপূর্বে সিউলে পাচার হয়ে গেছে। এ অভিযোগে বিমানবন্দর ইমিগ্রেশনের একজন ইন্সপেক্টরকে 'ক্লোজ' করা হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা বর্তমানে চলছে। তদন্তকালে ইমিগ্রেশন বিভাগ জানতে পারে যে, দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল-এ অবস্থিত জেইল কোম্পানির মালিক মিঃ সু এসব তরুণীদের কৌশলে কোনো অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্যে তাদের কোরিয়া নিয়ে যাচ্ছিলো। এ ব্যাপারে মিঃ সুকে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন এবং আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন জুয়েল আহমদ, দৃষ্টিহীন উন্নয়ন সংঘ, লালমাটিয়া, ঢাকা, ১৩৯নং লেক সার্কাস কলাবাগান (৪র্থ তলা) ঢাকার নাসিম আক্তার, আবদুল হক ও জর্জ আনাম। ঢাকাস্থ এয়ার বাংলা ট্রাভেলস্ নিয়ম বহির্ভূতভাবে তাদেরকে টিকিট প্রদান করেছে।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, ১৩৯ নং লেক সার্কাস, কলাবাগানের উক্ত তিন ব্যক্তি এ ঘটনার পরপর ভাড়া অফিস ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো, পাচারের চেষ্টাকালে আটক তরুণীদের পাসপোর্ট নং ও তারিখ দেখে বোঝা যায়, প্রায় বেশিভাগ ক্ষেত্রেই একই সময়ে এবং তারিখে পাসপোর্টগুলো করা হয়েছে। এ সব তরুণীদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে দেখা গেছে, পুরো ঘটনায় এরা অত্যন্ত ভীত এবং এ ব্যাপারে কেউ মুখ খুলতে রাজি নয়। পাসপোর্টে তাদের স্থায়ী ঠিকানা দেয়া থাকলেও অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, এদের বেশির ভাগই ঢাকায় বিভিন্ন কলেজে অধ্যয়নরত বা চাকরিজীবী। এরা সবাই অবিবাহিতা।

এই চাঞ্চল্যকর তরুণী পাচারের ঘটনাটি আরো ব্যাপকভাবে তদন্ত করা হলে নারী পাচারের সঙ্গে জড়িত বাংলাদেশী নেপথ্য নায়কদের মুখোশ উন্মোচিত হবে।